চেক (Cheque)

ভূমিকা

আধুনিক যুগে হস্তান্তর যোগ্য দলিল গুলোর মধ্যে চেক সবচেয়ে সহজ, প্রচলিত ও জনপ্রিয়। চেক সর্বত্র টাকার মত ব্যবহৃত হয়ে থাকে। নগদ টাকা হস্তান্তর ও লেনদেন করার মধ্যে যে সকল নিরাপত্তার অভাব রয়েছে চেকে তা নেই। চেক ব্যাংকের মাধ্যমে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। চেকের মাধ্যমে টাকা এক স্থান থেকে অন্য স্থানে নিরাপদে নেয়া যায়। চেকের মাধ্যমে টাকা পরিশোধ করা হলে লিখিত রেকর্ড থাকে, হিসেব করা সহজ হয়, মুদ্রার বিকল্প হিসেবে ব্যবহার করা যায়, জালিয়াতি ও প্রতারণা রোধ করা যায়। চেকের বিভিন্ন প্রকারভেদ আছে। যথা- বাহক চেক, হুকুম বা আদেশকারী চেক, দাগ কাটা চেক ও বিবিধ চেক। দাগ কাটা চেক আবার দু'ধরনের হতে পারে। যথাঃ বিশেষ দাগ কাটা চেক ও সাধারণ দাগ কাটা চেক। একটি চেকে প্রধানতঃ তিনটি পক্ষ থাকে। যথা- আদেষ্টা, আদিষ্ট ও প্রকার। চেকের মাধ্যমে লেনদেন সহজ ও নিরাপদ হবার কারণে চেকের জনপ্রিয়তা ও ব্যবহার দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। উন্নত দেশ সমূহে প্রায় সকল লেনদেনই চেকের মাধ্যমে হয়ে থাকে। বর্তমানে আমাদের দেশেও ক্রমশঃ চেকের ব্যবহার অনেক বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিশেষ করে সরকারী ও প্রাতিষ্ঠানিক সকল লেনদেনই আমাদের দেশেও চেকের মাধ্যমে হচ্ছে।

এ ইউনিটে আমরা চেকের সংজ্ঞা, বিশিষ্ট্য, পক্ষমূহ, প্রকারভেদ, সুবিধা চেকের নিরাপত্তা ব্যবস্থায় ব্যাংকের করণীয়, চেকের হস্তান্তর ও মর্যাদাকরণ নিয়ে আলোচনা করা হবে।

এই ইউনিটে আছে-

- *চেকের সংজ্ঞা, বৈশিষ্ট্য, পক্ষসমূহ ও সুবিধাবালী।*
- *চেকের প্রকারভেদ এবং*
- *চেকের প্রতারণা ও জালিয়াতির বিরুদ্ধে ব্যাংকের নিরাপত্তা ব্যবস্থা, চেকের হস্তান্তর ও চেকের মর্যাদা।*

চেকের সংজ্ঞা, বৈশিষ্ট্য, পক্ষসমূহ ও সুবিধাবলী

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি-

- চেকের সংজ্ঞা জানতে পারবেন।
- চেকের বৈশিষ্ট্য বা শর্তাবলী বলতে পারবেন।
- চেকের সুবিধাসমূহ বর্ণনা করতে পারবেন।
- চেকের বিভিন্ন পক্ষ সমূহ জানতে পারবেন; এবং
- চেক কিভাবে প্রস্তুত করতে হয় তা জানতে পারবেন।

বিষয়বস্তু ঃ

চেকের সংজ্ঞা ঃ একজন আমানতকারী তার ব্যাংকের নির্দিষ্ট শাখার প্রতি নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা প্রদান করার জন্য যে শর্তহীন আদেশ প্রদান করে থাকেন তাদের চেক বলে। একটি চেকের সকল বৈধ শর্তাবলী বর্তমান থাকলে ব্যাংকে চেক উপস্থাপন করা মাত্র আদেশ অনুযায়ী টাকা প্রদান করতে ব্যাংক বাধ্য থাকে।

চেক হলো ব্যাংকে জমাকৃত টাকা আমানতকারী কর্তৃক লিখিত আদেশের মাধ্যমে উত্তোলন করার একটি আদেশ নামা যা ব্যাংক মানতে বাধ্য।

ব্যাংকে জমাকৃত অর্থ উত্তোলনের বিভিন্ন মাধ্যম আছে যার মধ্যে চেক সবচেয়ে নিরাপদ, সহজ, সস্তা ও বহুল ব্যবহৃত মাধ্যম। চেক সাধারণতঃ ব্যাংক কর্তৃক সরবরাহকৃত মূদ্রিত বা ছাপান কাগজ।

১৮৮২ সালের ইংল্যাণ্ডের বিনিময় বিল আইনের ৭৩ ধারা অনুযায়ী চেক হলো; "ব্যাংকের প্রতি ইস্যুকৃত একটি বিনিময় বিল, যা চাহিবা মাত্র ব্যাংককে পরিশোধ করতে হয়।"

বাংলাদেশে প্রযোজ্য ১৮৮১ সালের হস্তান্তর যোগ্য দলিল আইনের ৬নং ধারামত- "চেক হলো একটি বিনিময় বিল, যা কোন নির্দিষ্ট ব্যাংকের উপর কাটা হয় এবং চাহিবামাত্র ছাড়া পরিশোধ যোগ্য নয়"।

পরিশেষে আমরা বলতে পারি যে, চেক হলো একটি হস্তান্তর যোগ্য দলিল যা কোন আমানতকারী কর্তৃক তার ব্যাংকের নির্দিষ্ট হিসাবে জমাকৃত টাকা হতে তাকে বা তার আদেশ অনুযায়ী প্রাপককে নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা পরিশোধ করার জন্য ব্যাংক কর্তৃক সরবরাহকৃত নির্দিষ্ট কাগজের মাধ্যমে লিখিত ও স্বাক্ষরিত একটি শর্তহীন আদেশনামা মাত্র।

চেকের বৈশিষ্ট্য বা অপরিহার্য শর্তাবলী ঃ

একটি চেকে নিম্নলিখিত শর্তাবলী বা বৈশিষ্ট্য বর্তমান থাকলে একটি ব্যাংক চেকের প্রাপককে চেকে উল্লেখিত নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা প্রদান করতে আইনত বাধ্য ঃ

১. শর্তহীন আদেশ ঃ চেকের মাধ্যমে ব্যাংক কে টাকা প্রদানের আদেশ থাকবে কোন অনুরোধ নয়। এ আদেশটি অবশ্যই শর্তহীন হতে হবে। কোন শর্ত যুক্ত হতে পারবে না।

২. লিখিত ঃ চেকের আদেশ নামটি লিখিত হতে হবে। কোন প্রকার মৌখিক আদেশ হলে তা চেক হবে না। এ লিখাটি কাঠ পেন্সিল ব্যতিত যেকোন কলমের লিখা হতে পারে।

৩. চেকে তিনটি পক্ষ থাকবে ঃ ক) প্রস্তুতকারক যা আদেষ্টা যিনি ব্যাংকের টাকা দেবার আদেশ দেন।

খ) আদিষ্ট অর্থাৎ ব্যাংক ঃ যার উপর টাকা দেবার আদেশ দেয়া হয়

গ) প্রাপক অর্থাৎ যাকে চেকে উল্লেখিত টাকা দেবার আদেশ দেয়া হয়। তবে প্রস্তুতকার কারক ও প্রাপক একই ব্যক্তি হতে পারে।

৪. নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা ঃ চেকে অবশ্যই নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকার উল্লেখ থাকতে হবে।

৫. টাকার পরিমাণ কথায় ও অংকে লিখা হতে হবে ঃ চেকে উল্লেখিত টাকা কথায় ও অংকে উল্লেখ থাকতে হবে এবং উভয় পরিমাণ সমান হতে হবে। কথায় ও অংকের পরিমাণের মধ্যে পার্থক্য থাকলে টাকা ব্যাংক দিতে বাধ্য নয়।

৬. তারিখ ঃ চেকে নিদৃষ্ট তারিখ থাকতে হবে। অগ্রীম তারিখ থাকলে সে তারিখ না আসাপর্যন্ত ব্যাংক চেকের টাকা প্রদান করবে না।

৭. নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে টাকা প্রদান ঃ চেকে কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে বা তার আদেশক্রমে অন্য কাউকে টাকা প্রদান করার নির্দেশ থাকতে হবে।

৮. দস্তখত বা স্বাক্ষর ঃ চেকে অবশ্যই প্রস্তুত কারক অর্থাৎ আদেষ্টার স্বাক্ষর থাকতে হবে এবং এ স্বাক্ষর ব্যাংকে রক্ষিত তার নমুনা স্বাক্ষরের সহিত হুবহু মিল থাকতে হবে।

৯. হস্তান্তর যোগ্য দলিল ঃ চেক একটি হস্তান্তর যোগ্য দলিল। চেকের প্রাপক ইচ্ছে করলে নিয়ম অনুসারে অন্য কার নিকট হস্তান্তর করতে পারে।

১০. ছাপান ঃ চেক সাধারণতঃ নির্দিষ্ট ব্যাংক কর্তৃক ছাপান হতে হবে। হাতের লিখা কোন কাগজ চেক হবে না।

১১. চাহিবা মাত্র পরিশোধ্য ঃ চেকের প্রকৃত মালিক কর্তৃক ব্যাংকে উপস্থাপন করলে ব্যাংক উক্ত মালিককে নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা পরিশোধ করতে বাধ্য। কোন বৈধ কারণ ব্যতিরিকে চেক ব্যাংকে উপস্থাপনের পর ব্যাংক টাকা দিতে আইনত বাধ্য।

১২. আইন সম্মত মুদ্রায় পরিশোধ্য ঃ চেকে বর্ণিত টাকা উক্ত দেশের প্রচলিত মুদ্রায় পরিশোধ করতে হবে। অন্য কোন মুদ্রায় পরিশোধযোগ্য নয়।

চেকের সুবিধা সমূহ ঃ আধুনিক ব্যাংকের অন্যতম অবদান হলো চেকের মাধ্যমে মক্কেলদের বিভিন্ন প্রকার আদান প্রদানের ব্যবস্থা করা। চেকের ব্যবহারের ফলে যে সকল সুবিধা সমূহ পাওয়া যায় তা নিম্নে বর্ণনা করা হলো ঃ

১. সহজ বিনিময় ঃ চেক প্রায় টাকার ন্যায় বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করা যায়। এতে বিনিময় সহজ ও কম খরচ হয়। বর্তমানে যে কোন ধরনের লেনদেন চেকের মাধ্যমে হয়ে থাকে, তাই লেনদেন সকল ক্ষেত্রেই চেকের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

২. টাকার নিরাপত্তা ঃ টাকা এক স্থান থেকে অন্য স্থানে নিয়ে যাওয়া বর্তমানে খুবই ঝুঁকি বহুল। কিন্তু চেকের মাধ্যমে টাকা খুব সহজেই নিরাপদে বহন করা যায়। বেশী পরিমাণ টাকাও একটি মাত্র চেকের মাধ্যমে সহজে নেয়া যায়। চেক চুরি হয়ে গেলেও টাকা খোয়া যায় না।

৩. গণনার সুবিধা ঃ নগদ টাকার পরিমাণ বেশী হলে গণনার সময় ভুল ভ্রান্তি, সময়ের অপচয় ও ঝামেলা পূর্ণ হয়ে থাকে। চেকের ক্ষেত্রে গণনা সহজ, ত্রুটি মুক্ত ও অসময়ের অপচয় রোধ করে।

৪. প্রামাণ্য দলিল ঃ নগদ টাকার লেনদেন করলে লিখিত ও সাক্ষী না রাখলে কোন দলিল থাকে না। পক্ষান্তরে চেকের মাধ্যমে লেনদেন করার ফলে ব্যাংকের মাধ্যমে টাকা তুলতে হয় ফলে টাকা লেনদেনের প্রামাণ্য দলিল থেকে যায়।

৫. ভুল বুঝাবুঝির অবসান ঃ নগদ টাকার পরিবর্তে চেকের মাধ্যমে লেনদেন করলে টাকার পরিমাণের উপর কোন পক্ষের মধ্যে ভুল বুঝাবুঝির অবকাশ থাকে না কারণ টাকার পরিমাণ ব্যাংকে রেকর্ড থাকে।

৬. তহবিল তছরুফ রোধ করে ঃ চেকের মাধ্যমে লেনদেন হলে তহবিল যথাযথ ব্যবহার হয়। শুধুমাত্র প্রাপকই সকল টাকার অধিকারী হয় যা নগদ টাকাতে সম্ভবনাও হতে পারে।

৭. সহজ হস্তান্তর ঃ টাকার ন্যায় চেকও একটি হস্তান্তর যোগ্য দলিল। তাই চেকের প্রাপক সহজেই চেক হস্তান্তর করতে পারে। এতে আইনের তেমন কোন জটিলতা থাকে না।

৮. সংরক্ষণ ঃ টাকার ন্যায় চেক সংরক্ষণ ঝুঁকি পূর্ণ নয়। চেক চুরি হয়ে গেলে বা হারিয়ে গেলেও টাকা খোয়া যায় না বা অন্য কেউ সহসা উত্তোলন করতে পারে না বিধায় চেক অধিকতর নিরাপদ।

৯. জালিয়াতি বা প্রতারণা রোধ ঃ চেকের মাধ্যমে লেনদেন করলে প্রতারণা বা জালিয়াতি থেকে রেহাই পাওয়া যায়। বিশেষতঃ দাগকাটা চেক জালিয়াতি করে টাকা তোলা প্রায় অসম্ভব। যার ফলে লেনদেন অনেকাংশে হ্রাস পায়।

উপরে উল্লিখিত সুবিধাবলীর কারণে চেকের ব্যবহার উত্তর উত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। উন্নত দেশগুলোতে প্রায় সকল লেনদেন চেকের মাধ্যমে হয়ে থাকে। আমাদের দেশের মধ্যেও চেকের ব্যবহার জনপ্রিয় হয়ে উঠছে।

চেকের বিভিন্ন পক্ষ সমূহ ঃ একটি চেকে প্রধাণতঃ তিনটি পক্ষ রয়েছে। যথা- ১. আদেষ্টা ২. আদিষ্ট ও ৩. প্রাপক। এ তিনটি পক্ষ ব্যতিত আরও কিছু পক্ষ পরিলক্ষিত হয়। নিম্নে চেকের তিনটি প্রধান পক্ষ সহ সকল পক্ষগুলো বর্ণনা করা হলো।

১. আদেষ্টা ঃ যে ব্যক্তি চেকের মাধ্যমে অন্য কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা প্রদান করার জন্য কোন ব্যাংককে আদেশ প্রদান করে তাকে আদেষ্টা বলে। আদেষ্টাই চেকের প্রস্তুত কারক এবং তাকে প্রথম পক্ষ বলা হয়। সাধারণতঃ আমানতকারী হিসাব খোলার মাধ্যমে টাকা আমানত রাখলেই আদেষ্টা হতে পারে। তবে আমানতকারী কর্তৃক অনুমোদন প্রাপ্ত ব্যক্তি ও স্বাক্ষরদানের মাধ্যমে চেকের আদেষ্টা হতে পারে যদি সে ব্যাংক কর্তৃক অনুমোদিত হয়।

২. আদিষ্ট ঃ যে ব্যাংকের উপর আমানতকারী নিদৃষ্ট পরিমাণ টাকা দেবার জন্য চেকের মাধ্যমে আদেশ দেয় তাকে আদিষ্ট বলে। আদিষ্ট চেকের ২য় পক্ষ বলে অবিহিত হয়।

৩. প্রাপক ঃ আদিষ্টা যে ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা প্রদান করার আদেশ দান করে তাকে প্রাপক বলা হয়। প্রাপক চেকের প্রস্তুতকারী বা চেকের আদেষ্টা নিজেও হতে পারেন অথবা তিনি অন্য কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানও হতে পারে। অর্থাৎ যিনি চেকের টাকার পাবার অধিকারী তিনিই প্রাপক। তাকে চেকের তৃতীয় পক্ষ বলা হয়। ধরুন মিঃ আঃ করিম জনতা ব্যাংক ফার্মগেট শাখার একজন আমানতকারী। তিনি চেকের মাধ্যমে মিঃ আঃ রহিমকে ৫০০/- টাকা দেবার আদেশ দিলেন। এক্ষেত্রে মিঃ আঃ করিম আদেষ্টা, জনতা ব্যাংক ফার্মগেট শাখা আদিষ্ট ও মিঃ আঃ রহিম প্রাপক।

৪. ধারক বা অধিকারী ঃ একটি চেক প্রস্তুত করার পর ব্যাংক কর্তৃক চেকের অর্থ পরিশোধ করার আগ পর্যন্ত আইনগত ভাবে যিনি চেকের অধিকার ও চেকের অর্থ আদায় করার অধিকার রাখে তাকে চেকের ধারক বা অধিকারী বলা হয়। তাকে চেকের মালিকও বলা হয়ে থাকে। কিন্তু চুরী বা জালিয়াতির মাধ্যমে চেকের মালিক হলে তাকে চেকের অধিকারী বলা যবে না।

৫. প্রকৃত ধারক ঃ ব্যাংক হতে টাকা তোলার সময় পর্যন্ত যার কাছে চেকটা থাকে তাকে প্রকৃত দারক বলে। তবে প্রকৃত ধারক তার পূর্ববর্তী ধারকের ক্রটি সম্পর্কে অবগত না হলে সরল বিশ্বাসে টাকার বিনিময়ে মালিক হলে তাকে প্রকৃত ধারক বলা হয়। প্রকৃত ধারক পূর্ববর্তী ধারকের থেকে বেশী অধিকার দাবী করতে পারে না।

৬. অনুমোদনকারী ঃ চেকের অধিকারী যখন চেকের অপর পৃষ্ঠায় স্বাক্ষর প্রদান করে চেকের স্বত্ব বা অধিকার অন্যের নিকট হস্তান্তর করে তাকে অনুমোদনকারী বলে।

৭. অনুমোদন বলে প্রাপক ঃ চেকের ধারক চেকের অপর পৃষ্ঠায় স্বাক্ষর করে অনুমোদনের মাধ্যমে তাকে চেকের মালিকানা দেয়া হয় তাকে অনুমোদন বলে প্রাপক বলা হয়।

চেকের প্রস্তুত প্রণালী ঃ একটি চেক প্রস্তত করার জন্য সুনির্দিষ্ট নিয়ম নীতি অনুসরণ করা অপরিহার্য। চেক প্রস্তুত করতে হয় ব্যাংক কর্তৃক সরবরাহকৃত নির্দিষ্ট চেকের পাতার মাধ্যমে। প্রতিটি ব্যাংক তাদের নির্দিষ্ট চেক বই মুদ্রণ করে প্রত্যেক আমানতকারীকে প্রদান করে থাকে। সাধারণতঃ সঞ্চয়ী হিসাবের জন্য ১০ পাতা ও চলতি হিসাবের জন্য ২৫ পাতা, ৫০ পাতা ও ১০০ পাতার চেক বই প্রদান করা হয়। এই চেক বইয়ের প্রতিটি পাতা পূরণের মাধ্যমে চেক প্রস্তুত করা হয়। নিম্নে চেক প্রস্তুত প্রণালী বর্ণনা করা হলো ঃ

১. হিসাব নম্বর ঃ চেক প্রস্তুত করার সময় চেকে সংশ্লিষ্ট হিসাব নম্বর লিখতে হয়। সাধারণতঃ ব্যাংক চেক বই প্রদান করার সময় প্রতি পাতায় হিসাব নম্বর দিয়ে থাকে। যদি কোন কারণে হিসাব নম্বর না থাকে তবে নির্দিষ্ট নম্বর নির্দিষ্ট জায়গায় লিখতে হবে।

২. তারিখঃ চেকের পাতায় সাধারণতঃ উপরে ডান পার্শ্বে তারিখের জন্য নির্দিষ্ট জায়গা আছে সেখানে তারিখ বসাতে হয়। তারিখ বিহিন চেক ব্যাংককে উপস্থাপন করলে ব্যাংক তা অমর্যাদা করবে অর্থাৎ টাকা প্রদান করবে না। চেকে প্রস্তুতের দিনের পূর্বে ও পরের তারিখও প্রদান করা যায়। অগ্রীম তারিখের ক্ষেত্রে উক্ত তারিখ না আসা পর্যন্ত চেকের টাকা

তুলা যায় না। চেকে উল্লেখিত তারিখ থেকে ছয় মাস পর্যন্ত চেক কার্যকর থাকে। চেকের তারিখ ছয় মাসের বেশী হলে আদেষ্টা কর্তৃক তারিখ পরিবর্তন করে চেক ব্যবহার করা যায়। সেক্ষেত্রে আদেষ্টার নমুনা স্বাক্ষর প্রয়োজন হয়।

৩. প্রাপকের নাম ঃ প্রত্যেক চেকের পাতায় পাতায় প্রাপকের জন্য নির্দিষ্ট শূন্য স্থান থাকে। বাহক চেক ব্যাতিত অন্যান্য চেকের ক্ষেত্রে প্রাপকের নাম উক্ত শূন্য স্থানে লিখতে হয়। প্রস্তুতকারক যদি নিজেই চেক উঠান তবে উক্ত শূন্য স্থানে নিজের নাম বা নিজকে লিখতে হবে।

৪. অর্থের পরিমাণ ঃ চেকে টাকার পরিমাণ উল্লেখ করতে হয়। টাকার পরিমাণ কথায় এবং অংকে উভয় ভাবেই লিখতে হবে। টাকার পরিমাণ কথায় বা অংকে লিখার সময় অংকে ও কথায় লিখার সময় পূর্ব ও পরে খালি জায়গা রাখা ঠিক হবে না। ফাকা জায়গা থাকলে (=) এরূপ টুটো টান দ্বারা ফাকা পূরণ করে না দিলে টাকার পরিমাণ বাড়ানোর মাধ্যমে টাকা জালিয়াতী হতে পারে। যেমন টাকা ৫০০/- মাত্র পাঁচশত টাকা।

৫. স্বাক্ষর ঃ আদেষ্টা বা চেকের প্রস্তুতকারীকে চেকে অবশ্যই স্বাক্ষর করতে হবে। এ স্বাক্ষর হিসাব খোলার সময় নমুনা স্বাক্ষর হিসেবে রক্ষিত স্বাক্ষরের হুবহু হতে হবে। এ স্বাক্ষর সাধারণত চেকের নিচের দিকে ডান পার্শ্বে করতে হয়। স্বাক্ষর বিহীন বা নমুনা স্বাক্ষর এর সহিত চেকে প্রদত্ত স্বাক্ষর না মিললে ব্যাংক চেকের টাকা প্রদান করবে না।

৬. পরিবর্তন ঃ চেকের মধ্যে কোন ধরনের পরিবর্তন না করা ভাল। যদি চেক প্রস্তুত করার সময় কোন ভুল হয় বা পরিবর্তন আবশ্যক, সেক্ষেত্রে একটান দিয়ে কেটে দিয়ে নতুন করে লিখতে ও নমুনা স্বাক্ষর করতে হবে। চেকের উপর কোন প্রকার Over writing কোনক্রমেই গ্রহণ যোগ্য নহে।

পাঠ-সংক্ষেপ

চেক একটি হস্তান্তর যোগ্য দলিল যা একজন আমানতকারী তার ব্যাংকে গচ্ছিত টাকা থেকে নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা নিজকে তার আদেশ অনুযায়ী অন্যকে প্রদান করার এক লিখিত নির্দেশ।

চেকের প্রধান প্রধান শর্তহলো শর্তহীন লিখিত আদেশ, নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা কথায় ও অংকে উল্লেখ, তারিখ, নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে টাকা প্রদান, হস্তান্তর যোগ্য দলিল,স্বাক্ষর চাহিবামাত্র পরিশোধ্য ও আইনসম্মত মুদ্রার পরিশোধ্য।

চেকের বিশেষ সুবিধা সমূহ হলো টাকার নিরাপত্তা, সহজ বিনিময়, প্রামাণ্য দলিল, গণনা সহজ, ভুল বুঝাবুঝির অবসান, জালিয়াতি ও প্রতারণা রোধ ও জনপ্রিয়।

একটি চেকের প্রধানতঃ তিনটি পক্ষ থাকে যথা- আদেষ্টা, আদিষ্ট ও প্রাপক,

একটি চেক প্রস্তুত করার জন্য প্রয়োজন হিসাব নম্বর, তারিখ, প্রাপকের নাম, অর্থের পরিমাণ, স্বাক্ষর প্রভৃতি।

পাঠোত্তর মূল্যায় ঃ ৫.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন দিন--

১. চেক কত সালের হস্তান্তর যোগ্য আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত?

ক. ১৯৮০ খ. ১৮৮১

গ. ১৮৯৫ ঘ. ১৮৭২

২. চেকের প্রধানত কয়টি পক্ষ থাকে?

ক. ৩টি খ. ৪টি

গ. ৫টি ঘ. ৬টি

৩. চেক হস্তান্তর যোগ্য দলিলের কত ধারা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত?

ক. ৬ খ. ৭

গ. ৪ ঘ. ৫

পাঠ ২ চেকের প্রকারভেদ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি-

- বিভিন্ন প্রকার চেক সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- প্রধান প্রধান চেকগুলোর সুবিধা-অসুবিধা বুঝতে পারবেন।
- দাগকাটা চেক ও সাধারণ চেকের মধ্যে পার্থক্য করতে পারবেন।
- বিশেষ দাগ কাটা চেক ও সাধারণ দাগ টাকা চেকের মধ্যে পার্থক্য বুঝতে পারবেন।
- চেকে বিভিন্ন প্রকার দাগ কাটার তাৎপর্য বুঝতে পারবেন; এবং
- বিশেষ ধরণের চেক সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারবেন।

বিষয়বস্তু ঃ

চেকের প্রকারভেদ ঃ বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো তাদের মক্কেলদের সুবিধার্থে বিভিন্ন ধরনের চেক ইস্যু করে থাকে। নিম্নে দেশে বিদেশে প্রচলিত বিভিন্ন প্রকারের চেকের প্রকারভেদ দেখান হলো।

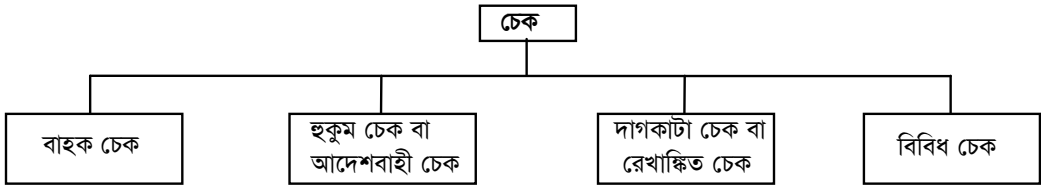

বাহক চেক ঃ যে চেক যে কোন ব্যক্তি ব্যাংকে উপস্থাপন করে টাকা তুলতে পারে তাকে বাহক চেক বলে। এ ধরনের চেকে প্রাপকের নামের শেষে 'অথবা' শব্দটি যদি লিখা থাকে তবে তা বাহক চেক হয়। এ ধরনের চেক কোন প্রকার দাগ কাটা থাকা চলবে না। যে এই চেক ধারণ করবে সেই এই চেকের মালিক হবে। যে ব্যক্তিই এই চেক ব্যাংকে যথা সময়ে নিয়ম মাফিক উপস্থাপন করবে সেই এ দরনের চেকের টাকা পাবার অধিকারী।

OIN - ৫৯৭৩০৮

অগ্রণী ব্যাংক

Agrani Bank

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় শাখা

সঞ্চয়ী হিসাব নং T-৮৩ তারিখ ঃ ২৫-৭-২০০৩

প্রদান করুন- রহিমকে অথবা বাহককে

টাকা = পাঁচ হাজার মাত্র--।

টাকা = ৫০০০/-

এম হোসেন

বাহক চেকের বৈশিষ্ট্য ঃ একটি বাহক চেকের নিম্ন লিখিত বৈশিষ্ট্য গুলো দেখা যায় ঃ

১. প্রাপকের নামের শেষে "অথবা বাহককে" শব্দটি লিখা থাকে।

২. এ ধরনের চেকে কোনরূপ রেখা অংকিত করা হয় না। তবে ইচ্ছে করলে যে কোন পক্ষ এ ধরনের চেককে সহজেই দাগ কাটা চেকে পরিণত করতে পারে।

৩. যিনি ব্যাংক হতে টাকা উত্তোলন করবেন তাকে চেকের পেছনে দুটি স্বাক্ষর করতে হয়।

৪. চেক প্রস্তুতকারী বা আদেষ্টা নিজে টাকা তুলতে চাইলে অথবা বাহকের সামনে নিজ শব্দটি লিখে চেক প্রস্তুত করবেন।

৫. যে কোন ব্যক্তি চেক ব্যাংকে জমা দিলে ব্যাংক তাকেই টাকা দিতে বাধ্য।

৬. এ ধরনের চেক হস্তান্তর করতে কোন ধরনের নিয়ম কানুন অনুসরণ করার প্রয়োজন পড়ে না। শুধুমাত্র হাত বদলের মাধ্যমেই চেক হস্তান্তর করা যায়।

৭. এ ধরনের চেকে প্রাপকের নাম উল্লেখ থাকা আবশ্যক নয়।

বাহক চেকের সুবিধা সমূহ নিম্নরূপ ঃ

১. যে কেউ এ ধরনের চেয়ে ব্যাংক থেকে সরাসরি টাকা তুলতে পারেন। কোন হিসাবে জমা দিয়ে টাকা তোলার প্রয়োজন নেই।

২. এ ধরনের চেককে যে কেউ ইচ্ছে করলেই হুকুম চেক বা দাগ কাটা চেকে পরিণত করতে পারেন।

৩. এটি হস্তান্তর করার জন্য কোন ধরনের নিয়ম কানুন মানার বালাই নেই।

৪. এ ধরনের চেকে লেনদেন সবচেয়ে সহজ।

৫. এ ধরনের চেকে হিসাব রাখা ও ঝুঁকি এড়ান সম্ভব।

বাহক চেকের অসুবিধা ঃ যেকোন বাহক চেকের নিম্নলিখিত অসুবিধাগুলো দেখা যায় ঃ

১. এ ধরনের চেকের নিরাপত্তা একেবারেই কম। চেক হারিয়ে গেলে ব্যাংকে হারান সংবাদ দেবার পূর্বে যে কেউ উপস্থাপন করলে টাকা তুলে নিতে পারে।

২. এ ধরনের চেকের সাথে করে এক জাগা থেকে অন্যত্র নেয়া নিরাপদ নয়।

৩. এ ধরনের চেকের মাধ্যমে বড় ধরনের লেনদেন নিরাপদ নয়।

হুকুম আদেশবাহী চেক ঃ যে চেকে প্রাপকের নামের শেষে অথবা শব্দটির পর Order বা আদেশক্রমে অথবা বাহকের শব্দটি কেটে দেয়া হলে তাকে হুকুম চেক বলা হয়। চেকে উল্লেখিত ব্যক্তি বা তার আদেশ প্রাপ্ত ব্যক্তি ব্যাতিত অন্য কোন ব্যক্তিকে এ ধরনের চেকের টাকা ব্যাংক প্রদান করতে পাবে না। ব্যাংক টাকা প্রদান করার সময় আবশ্য নির্দিষ্ট ব্যক্তি টাকা পেলকিনা তা পরীক্ষা করে দেখা আবশ্যক। এক্ষেত্রে ব্যাংক তার আনা কোন আমানতকারী কর্তৃক সনাক্ত করার পর টাকা প্রদান করে। এ ধরনের চেকে টাকা তুলার জন্য নির্দষ্ট ব্যক্তিকেই ব্যাংকে উপস্থিত হত হয়। নিম্নে আদেশ চেকের নমুনা দেয়া হলো ঃ

S.B.No. - ২০৩

অগ্রণী ব্যাংক

ফার্মগেট শাখা

তারিখ ঃ ২৭-৭-২০০৩

জনাব করিমকে অথবা আদেশ অনুসারে টাকা দুই হাজার মাত্র প্রদান করুন।

2000/-

এম এ খালেক

আদেশবাহী বা হুকুম চেকের বৈশিষ্ট্য ঃ যে কোন আদেশ চেকে নিম্ন লিখিত বৈশিষ্ট্যগুলো পরিলক্ষিত হয়।

১. আদেশ চেকে প্রাপকের নামের শেষে বাহক কথাটি কেটে দেয়া হয়।

২. চেকে উল্লেখিত ব্যক্তি বা তার আদেশ অনুসারে মনোনিত কোন ব্যক্তি ছাড়া অন্য কেউ এ চেকের টাকা তুলতে পারে না।

৩. এ ধরনের চেক হস্তান্তর করার জন্য চেকের পেছনে স্বাক্ষর করে হস্তান্তর করতে হয়। শুধুমাত্র হাত বদল হলেই মালিকানা বদল হয় না।

৪. এ ধরনের চেকের টাকা নির্দিষ্ট ব্যক্তি ব্যতিত অন্য কেউ তুলতে পারে না।

৫. হুকুম চেক বাহক চেক থেকে অধিকতর নিরাপদ।

৬. এ ধরনের চেকের টাকা নিজস্ব হিসাবের মাধ্যমে উত্তোলন করতে হয়।

৭. হুকুম চেক সহজেই বাহক চেকে রূপান্তর বা রেখাংকৃত করা যায়।

হুকুম চেকের সুবিধা সমূহ ঃ

১. এরূপ চেক বাহক চেকের থেকে বেশী নিরাপদ।

২. এ ধরনের চেকে জালিয়াতী কম হয়।

৩. চেক হারিয়ে গেলেও যে কেউ টাকা তুলতে পারে না।

৪. এ চেকের পেছনে স্বাক্ষর করে হস্তান্তর করা যায়।

৫. এ ধরনের চেকে বড় ধরনের লেনদেনও করা যায়।

৬. এ ধরনের চেকের মাধ্যমে আর্থিক লেনদেনের হিসাব রাখা সহজ হয়।

৭. ঝুঁকি কম থাকে।

হুকুম চেকের অসুবিধা ঃ

১. এ ধরনের চেক যে কেউ তুলতে পারে না বলে লেনদেন সহজ হয় না।

২. ব্যাংকে হিসাব না থাকলে এ ধরনের চেকের টাকা পেতে অসুবিধা হয়।

৩. এ ধরনের চেকের নিরাপত্তা রেখাকৃত চেক অপেক্ষা কম।

৪. শুধুমাত্র প্রস্তুতকারকই বাহক চেকে রূপান্তর করতে পারে অন্য কেউ নয়।

বাহক চেক ও হুকুম চেকের মধ্যে পার্থক্য ঃ বাহক চেক ও হুকুমের বৈশিষ্ট্য, সুবিধা ও অসুবিধাগুলো পর্যালোচনা করলে নিম্নলিখিত পার্থক্যগুলো দেখা যাবে।

১. যে চেকের প্রাপকের নামের শেষ অথবা বাহক কথা লিখা থাকবে সেটা বাহক চেক। পক্ষান্তরে যে চেকের প্রাপকের নামের শেষে বাহক শব্দটি কাটা থাকবে তাকে হুকুম বা আদেশবাহী চেক বলা হয়।

২. বাহক চেকের মালিক যে বহন করবে সেই হবে। কিন্তু হুকুম চেকের ক্ষেত্রে চেকে যার নাম লিখা থাকবে সেই চেকের প্রাপক বা মালিক হবে।

৩. বাহক চেকের ক্ষেত্রে যে ব্যাংকে চেক উপস্থাপন করবে তাকেই ব্যাংক টাকা দিতে বাধ্য। হুকুম চেকের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র চেকে উল্লেখিত ব্যক্তি বা তার আদেশ অনুযায়ী ব্যাক্তি ব্যাতিত অন্য কাউকে ব্যাংক টাকা পরিশোধ করতে পারবে না।

৪. বাহক চেক একজন থেকে অন্যজনের দখলে গেলেই হস্তান্তর হয়ে যাবে। কিন্তু হুকুম চেকের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র চেকের আদেষ্টা কর্তৃক স্বাক্ষরের মাধ্যমে অন্যকে হস্তান্তর করা যাবে।

৫. বাহক চেকের ক্ষেত্রে প্রাপকের নাম লিখার কোন বাধ্যবাধকতা নেই। হুকুম চেকের ক্ষেত্রে প্রাপকের নাম অবশ্যই চেকে উল্লেখ করতে হবে।

৬. বাহক চেককে যে কেউ অথবা বাহক শব্দটি কেটে দিয়ে হুকুম চেকে রূপান্তর করতে পারে। কিন্তু হুকুম চেককে শুধুমাত্র প্রস্তুত কারকই বাহক চেকে রূপান্তর করতে পারে।

৭. বাহক চেকের নিরাপত্তা খুবই কম। পক্ষান্তরে হুকুম চেক বাহক চেক থেকে অধিক নিরাপদ।

৮. বাহক চেক হারিয়ে গেলে উক্ত চেক ব্যাংক উপস্থাপকের পূর্বে বাংকে সংবাদ না দিতে পারলে চেকের টাকা পাওয়া যাবে না। কিন্তু হুকুম চেক হারিয়ে গেলে ব্যাংকে সংবাদ না দিলেও টাকা দেয়া যাবে না।

৯. বাহক চেকের টাকা প্রদান করার সময় ব্যাংকে কোনরূপ শতর্কতা অবলম্বন করার প্রয়োজন নেই। কিন্তু হুকুম চেকের টাকা প্রদান করার ক্ষেত্রে ব্যাংকে অবশ্যই শতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। চেকের ব্যক্তিকে পরিপূর্ণ ভাবে সনাক্ত করার পূর্বে টাকা প্রদান করা যাবে না।

১০. বাহক চেকে সাধারণত ছোট অংকের টাকা পরিশোধ করা হয়। কিন্তু হুকুম চেকের ক্ষেত্রে বড় অংকের টাকা পরিশোধ করা বা লেনদেন করা হয়।

দাগ কাটা চেক ঃ যে চেকের উপরিভাগে বাম দিকে সমান্তরাল দুটি রেখা অংকন করা হয় এবং কখনও কখনো সামান্তরাল রেখা দুটির মধ্যে এন্ড কোং, কেবলমাত্র প্রাপকের হিসাবে, কোম্পানীর নাম, ব্যাংকের নাম বা শাখার নাম প্রভৃতি উল্লেখ থাকে তাকে দাগ কাটা চেক বলে। এতে চেকের নিরাপত্তা বৃদ্ধি পায় এবং উপরে উল্লেখিত প্রতিটি লিখার ভিন্ন ভিন্ন তাৎপর্য রয়েছে। এ চেক কোন ব্যাংকের মাধ্যম ব্যতিত টাকা উত্তোলন করা যায় না। এতে চেকে ঝুঁকি ও জালিয়াতী ঠেকান সম্ভব। এ ধরনের চেক হারিয়ে গেলে বা খোয়া গেলেও টাকা খোয়া যায় না। এটা সব চেয়ে নিরাপদ চেক। এতে ঝুঁকির পরিমাণ সর্বনিম্ন। পরিশেষে আমরা বলতে পারি যে, "অনিশ্চয়তা ও ঝুঁকি এড়ানোর উদ্দেশ্যে নিরাপত্তার ব্যবস্থা হিসেবে ব্যাংকের মাধ্যমে চেকের টাকা পরিশোধের লক্ষে চেকের উপরিভাগে বাম কোনে আড়া আড়ি যে দুটি দাগ কাটার মাধ্যমে যে চেক প্রস্তুত করা হয় তাকেই দাগ কাটা চেক বলে।" নিম্নে একটি দাগ কাটা চেকের নমুনা দেয়া হলো ঃ

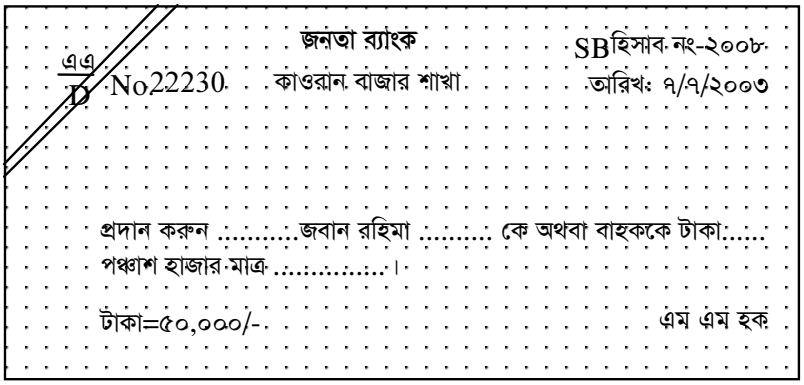

চেকে দাগ কাটার উদ্দেশ্য ঃ

১. নিরাপত্তা বৃদ্ধি করা।

২. চেকের প্রকৃত মালিককে অর্থ পরিশোধ করা;

৩. ব্যাংকের মাধ্যমে টাকা পরিশোধ করা;

৪. চুরি, জালিয়াতি ও প্রতারণা রোধ করা;

৫. চোর বা জালিয়াতকে সনাক্ত করা;

৬. বড় অংকের টাকা লেনদেন করা নিরাপদে।

৭. অর্থ পরিশোধের দলিল রাখা প্রভৃতি।

দাগ কাটা চেকের বৈশিষ্ট্য ঃ যেকোন দাগ কাটা চেকের আলাদা কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে। নিম্নে দাগ কাটা চেকের প্রদান প্রধান বৈশিষ্ট্য গুলো বর্ণনা করা হলো ঃ

১. দাগকাটা চেকের প্রস্তুত প্রণালী ঃ বাহক বা হুকুম চেকের উপরিভাগে বাম কোনে সামান্তরাল দুটি রেখা টেনে দিয়ে দাগ কাটা চেক তৈরী করা হয়।

২. টাকা উত্তোলন ঃ দাগ কাটা চেকের মালিককে অবশ্যই কোন ব্যাংকের হিসাবে জমা দিয়ে টাকা তুলতে হবে। ব্যাংকের কাউন্টার থেকে সরাসরি টাকা তোলা যাবে না।

৩. দাগকাটার ক্ষমতা ঃ বাহক বা হুকুম চেককে যে কোন পক্ষ চেকের উপরিভাগে বাম কোনে আড়াআড়ি দুটি দাগ কেটে দাগ কাটা চেকে রূপান্তর করতে পারে।

৪. নিরাপদ ঃ দাগকাটা চেক সবচেয়ে নিরাপদ ও প্রায় ঝুঁকিহীন।

৫. ব্যাংকে হিসাব থাকা ঃ দাগকাটা চেকের টাকা শুধুমাত্র ব্যাংকের কোন হিসাবে জমার মাধ্যমে টাকা উত্তোলন করা যায়। ব্যাংকে কোন হিসাব না থাকলে নতুন কোন হিসাব না খুলে টাকা উত্তোলন করা যায় না।

হস্তান্তর ঃ দাগ কাটা চেক হস্তান্তর খুব সহজ নয়। এর জন্য চেকের পেছনে চেকের প্রাপক স্বাক্ষর করে অন্যজনকে হস্তান্তর করতে পরে। সরাসরি দাগ কাটা চেক হস্তান্তর করা যায় না।

৭. প্রকারভেদ ঃ দাগকাটা চেক প্রধানতঃ দুই প্রকার। যথাঃ সাধারণ দাগ কাটা চেক ও বিশেষ দাগ কাটা চেক। সাধারণত দাগ কাটা চেকের থেকে বিশেষ দাগ কাটা চেকের নিরাপত্তা বেশী এবং জালিয়াতি ও প্রতারণার সম্ভাবনা কম।

বিভিন্ন প্রকার দাগ কাটা চেক ঃ দাগ কাটার তাৎপর্যের ভিত্তিতে দাগকাটা চেককে প্রধান দু'ভাবে ভাগ করা যায়। যথা- ক) বিশেষ দাগ কাটা চেক খ) সাধারণ দাগকাটা চেক। নিম্নে উভয় প্রকার দাগ কাটা চেকের বর্ণনা দেয়া হলো ঃ

ক) সাধারণ দাগ কাটা চেক ঃ যেকোন দাগ কাটা চেকই ব্যাংকের হিসাবে জমা দেবার মাধ্যমে টাকা উত্তোলন করতে হয়। তবে যে দাগ কাটা চেকের দাগের মধ্যে কোন বিশেষ ব্যাংকের নাম বা শাখার নাম উল্লেখ থাকে না তাকে সাধারণ দাগ কাটা চেক বলা হয়। সাধারণ দাগ কাটা চেকের ক্ষেত্রে চেকের উপরিভাগে বাম কোনে শুধুমাত্র দুটি সামান্তরাল রেখা অংকন করলেই সাধারণ দাগ কাটা চেকে রূপান্তর হয়ে যায়। তবে সাধারণ দাগ কাটা চেকে সমান্তরাল রেখার মধ্যে বিভিন্ন প্রকার শব্দ ব্যবহার করার প্রচলন আছে। যেমন- এন্ড কোং, হস্তান্তর যোগ্য নয়, কেবলমাত্র প্রাপকের হিসাবে, হস্তান্তর যোগ্য নয় ইত্যাদি। এ বিশেষ শব্দগুলো লিখা বা না লিখার মধ্যে কোন তাৎপর্যপূর্ণ পার্থক্য নেই। এতে চেকের কোন মানও বৃদ্ধি পায় না। এটি একটি রেওয়াজ মাত্র।

খ) বিশেষ দাগ কাটা চেক ঃ কোন দাগ কাটা চেকে সামান্তরাল সরল রেখার মধ্যে কোন ব্যাংকের নাম বা কোন ব্যাংকের বিশেষ শাখার নাম উল্লেখ করা হলে তাকে বিশেষ দাগ কাটা চেক বলে। এটা তৈরীর উদ্দেশ্য হলো শুধুমাত্র নির্দিষ্ট ব্যাংক বা নির্দিষ্ট ব্যাংকের বিশেষ কোন শাখার মাধ্যমেই টাকা সংগ্রহ করতে হবে। এর ফলে অনিশ্চয়তা ও ঝুঁকি কমায় ও চেকের নিরাপত্তা অধিকতর বৃদ্ধি করে। এক্ষেত্রে চেকের প্রাপক নির্দিষ্ট ব্যাংক বা তার শাখায় কোন হিসাবে জমা দিয়ে টাকা সংগ্রহ করতে বাধ্য হয়। যদি কোন প্রকার জালিয়াতি বা প্রতারণা হয় তা সহজেই উদ্ধার করা সম্ভব।

বিভিন্ন প্রকার দাগ কাটার তাৎপর্য বা ফলাফল

ক) সাধারণ দাগ কাটা চেক ঃ সাধারণ দাগ কাটা চেকের ফলাফল বা তাৎপর্য নিম্নরূপ ঃ

১. সমান্তরাল রেখা ঃ চেকের উপরে বাম কোনে শুধু আড়া আড়িভাবে সামান্তরাল রেখা টেনে দাগ কাটা চেক প্রস্তুত করা যায়। এর তাৎপর্য হলো উক্ত চেকের টাকা শুধুমাত্র ব্যাংকে যে কোন হিসাবে জমা দিয়ে টাকা তোলা যাবে। চেকের প্রাপক যে কোন ব্যাংকের যে কোন শাখায় যে কোন হিসাবে জমা দিয়ে টাকা তুলতে পারবে।

২. এন্ড কোং ঃ সামান্তরাল রেখা দুটির মধ্যে "এন্ড কোং" বা "এন্ড কোম্পানী" লিখে দাগ কাটা চেক প্রস্তুত করা যায়। এক্ষেত্রেও চেকের প্রাপক তার ব্যাংকের হিসাবে জমার মাধ্যমে টাকা তুলতে পারে। এটা শুধুমাত্র দুটি রেখা অংকন করে সাধারণ দাগ কাটা চেকের মতই এর তাৎপর্য। অন্যকোন বিশেষ তাৎপর্য নেই।

৩. হস্তান্তর যোগ্য নয় ঃ সাধারণ দাগ কাটা চেকের সামান্তরাল রেখা দুটির মধ্যে "হস্তান্তর যোগ্য নয়" বা "No Nagotiable" শব্দটি লেখা থাকলে প্রাপক চেকটি প্রস্তুত কারকের অনুমতি ব্যতিত অন্য কাউকে হস্তান্তর করতে পারে না। চেক দাতার অনুমোদন ক্রমে হস্তান্তর করা যাবে এবং সেক্ষেত্রে হস্তান্তর গ্রহীতার নিজের নামে ব্যাংকে চেক জমা দিয়ে টাকা তুলতে পারে।

৪. প্রাপকের হিসাবে পরিশোধ যোগ্য ঃ অনেক সময়ই সাধারণ দাগ কাটা চেকের সামান্তরাল রেখা দুটির মধ্যে কেবলমাত্র প্রাপকের হিসাবে "অথবা" A/C payee বা A/C Payee Only লিখা থাকে। সেক্ষেত্রে প্রাপক শুধুমাত্র তার নামে ব্যাংকে যে হিসাব খোলা আছে বা হিসাব খোলা না থাকলে তার নামে ব্যাংকে হিসাব খুলে সে হিসাবে জমা দেবার পর টাকা পাবার অধিকারী হবে। প্রাপকের হিসাব ব্যাতিত অন্য কোন হিসাবে চেক জমা হলে ব্যাংক টাকা পরিশোধ করবে না।

৫. হস্তান্তর যোগ্য নয়, এন্ড কোং ঃ চেকের দাগ কাটার মধ্যে "হস্তান্তর যোগ্য নয় এন্ড কোম্পানী" লিখা থাকলে এরূপ চেক যে কোন ব্যাংকের হিসাবে জমা দিয়ে চেক ভাঙ্গান যায়।

৬. এন্ড কোংঃ কেবল মাত্র প্রাপকের হিসাব ঃ এ ধরনের লিখার তাৎপর্য হলো কেবল মাত্র প্রাপকের হিসাবেই চেক জমা দিয়ে তার পর চেকের মাধ্যমে টাকা তোলা যাবে। প্রাপকের হিসাব ব্যাতিত অন্য কার হিসাবে চেক জমা দিলে ব্যাংক টাকা দিবে না।

৭. অহস্তান্তর যোগ্য, একশত টাকার নীচে ঃ সাধারণ দাগ কাটা চেকের সামান্তরাল রেখার মধ্যে এ ধরনের শব্দ লিখার তাৎপর্য হলো শুধুমাত্র প্রাপকের হিসাবেই টাকা জমা করা যাবে এবং এ টাকার পরিমাণ ১০০ টাকার নীচে হবে। তার ফলে টাকার অংক পরিবর্তন করে অর্থাৎ আদেশের বেশী টাকা তোলা বা জালিয়াতী করার সুযোগ নেই।

খ) বিশেষ দাগ কাটা চেক ঃ নিম্নে বিশেষ দাগ কাটা চেকের তাৎপর্য ও ফলাফল বর্ণনা করা হলো ঃ

১. সোনালী ব্যাংক ঃ কোন দাগ কাটা চেকে নির্দিষ্ট কোন ব্যাংকের নাম লিখা থাকলে তা বিশেষ দাগ কাটা চেক হবে। তার তাৎপর্য হলো উক্ত চেকের মালিক শুধুমাত্র সোনালী ব্যাংকের যে যে শাখায় কোন হিসাবে জমা দিয়ে টাকা পাবার অধিকারী হবে। সোনালী ব্যাংক ব্যতিত অন্য কোন ব্যাংকে চেক জমা দিয়ে টাকা তুলা যাবে না। এর ফলে চেকের নিরাপত্তা বেশী বৃদ্ধি পায়।

২. জনতা ব্যাংক, ঢাকা ঃ কোন দাগ কাটা চেকে এ ধরনের শব্দ লিখা হলে উক্ত চেক শুধুমাত্র জনতা ব্যাংক, ঢাকার মধ্যে যে কোন শাখা থেকে হিসাবে জমা দিয়ে টাকা তুলতে পারবে। ঢাকার বাইরে কোন শাখা থেকে টাকা তুলতে পারবে না।

৩. জনতা ব্যাংক, ফার্মগেট শাখা ঃ কোন দাগ কাটা চেকে যদি এরূপ লিখা থাকে তবে চেকের প্রাপককে শুধু মাত্র জনতা ব্যাংক ফার্মগেট শাখা থেকে টাকা তুলতে পারবে। এক্ষেত্রে প্রাপক অন্য কোন শাখায় চেক জমা দিলে তার ব্যাংক টাকা Collection এর জন্য পাঠাবে। টাকা জনতা ব্যাংক ফার্মগেট থেকে নিকাশ ঘরের মধ্যে Collection হয়ে প্রাপকের হিসাবে টাকা জমা হবে।

৪. হস্তান্তর যোগ্য নয়, জনতা ব্যাংক, কেবল প্রাপকের হিসাব ঃ কোন দাগকাটা চেকের সামান্তরাল রেখা দুটির মধ্যে এ ধরনের লিখা থাকলে তখন বিশেষ দাগ কাটা চেকে পরিণত হয়। এর তাৎপর্য হলো জনতা ব্যাংকের কেবলমাত্র প্রাপকের হিসাবে চেকের অর্থ জমা হবে। জনতা ব্যাংক ব্যাতিত অন্য কোন ব্যাংকে কোন হিসাবে টাকা জমা হবে না। প্রাপক ব্যাংকে টাকা জমা হবার পর চেকের মাধ্যমে টাকা তুলতে পারবে।

৫. জনতা ব্যাংক, কেবলমাত্র কবিরের হিসাব ঃ এ ধরনের শব্দযুক্ত দাগকাটা চেক বিশেষ দাগ কাটা চেকে পরিণত হবে এবং জনতা ব্যাংকের কেবলমাত্র কবিরের হিসাবই টাকা জমা হবে অন্য কার হিসাবে টাকা জমা হবে না, এতে চেকের নিরাপত্তা অধিকতর হয়। কারণ এক্ষেত্রে জনতা ব্যাংকে কবিরের হিসাব ব্যাতিত অন্য কোন হিসেবে টাকা জমা করা যাবে না বা পরিশোধ করা যাবে না।

৬. অগ্রণী ব্যাংক, সংগ্রহের জন্য সোনালী ব্যাংকে পাঠান হলো ঃ এ ধরনের শব্দ যুক্ত দাগ কাটা চেককে ডবল দাগ কাটা চেকও বলা হয়। এর অর্থ হলো প্রথমে চেক অগ্রণী ব্যাংকে জমা হবে প্রাপকের হিসাবে এর পর অগ্রণী ব্যাংক সোনালী ব্যাংক থেকে টাকা সংগ্রহ করে অগ্রণী ব্যাংক প্রাপকের হিসাবে জমা করবে। অগ্রণী ব্যাংকে টাকা জমা হবার পর চেকের প্রাপক চেকের মাধ্যমে টাকা উত্তোলন করতে পারবে। এক্ষেত্রে এক ব্যাংক অন্য ব্যাংকের প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করে।

দাগ কাটা চেকের সুবিধাসমূহ ঃ দাগ কাটা চেকে নানাবিধ সুবিধা বিদ্যমান থাকায় দাগ কাটা চেকের জনপ্রিয়তা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। দাগকাটা চেকের বিশেষ সুবিধাসমূহ নিম্নে বর্ণনা করা হলো ঃ

১. চেকের নিরাপত্তা ঃ দাগ কাটা চেকের টাকা ব্যাংকের হিসাবের মাধ্যমে উত্তোলন করতে হয়। ব্যাংকে কোন নির্দিষ্ট হিসাবে জমা না দিয়ে সরাসরি টাকা তোলা যায় না বলে এ চেক হারিয়ে গেলেও চেকের টাকা ফেরৎ যায় না।

২. নিশ্চয়তা ঃ দাগ কাটা চেক ব্যাংকে জমা দিয়ে টাকা সংগ্রহ করা হয় বলে অন্য কেউ টাকা তুলতে পারে না। শুধুমাত্র চেকের প্রাপকই চেকের টাকা ভোগ করতে পারে। এ নিশ্চয়তা দাগ কাটা চেকেই কেবল মাত্র প্রদান করতে পারে।

৩. অপরাধী সনাক্ত করা সহজ ঃ যেহেতু দাগ কাটা চেক কোন ব্যাংকের নির্দিষ্ট কোন হিসাবের মাধ্যমে টাকা সংগ্রহ করা হয় তাই কোন চেক কেউ জালিয়াতি করলে তা সনাক্ত করা সহজ হয়।

৪. বড় অংকের টাকা পরিশোধ ঃ দাগ কাটা চেকের নিরাপত্তা সবচেয়ে বেশী বলে যেকোন ধরনের বড় অংকের টাকা দাগ কাটা চেকের মাধ্যমে পরিশোধ করা হয়।

৫. রূপান্তর ঃ প্রয়োজন হলে দাগ কাটা চেককে প্রস্তুতকারক কর্তৃক খোলা বা হুকুম চেকে পরিণত করা যায়। এ ক্ষেত্রে প্রস্তুতকারক চেকে দাগ কাটা স্থানে তার নমুনা স্বাক্ষর করে এ ধরনের রূপান্তর করা সহজ।

৬. ব্যাংক ও মক্কেলদের মধ্যে সম্পর্ক রক্ষা ঃ দাগ কাটা চেক অধিকতর নিরাপদ, জালিয়াতী ও প্রতারণার সুযোগ কম বলে ব্যাংক ও মক্কেল উভয়েই নিরাপদ বিধায় তাদের মধ্যে কোন ভুল বুঝাবুঝির অবকাশ থাকে না।

তাই পরিশেষে বলা যায় যে একটি বাহক চেকের সকল সুবিদা সহ উপরে উল্লেখিত বিশেষ সুবিধা সমূহ দাগ কাটা চেকে পরিলক্ষিত হয়।

দাগকাটা ও দাগবিহীন চেকের মধ্যে পার্থক্য ঃ দাগবিহীন ও দাগ কাটা চেকের মধ্যে বেশ কিছু পার্থক্য বিদ্যমান। নিম্নে দাগ কাটাও দাগ বিহীন চেকের মধ্যে পার্থক্যগুলো দেখান হলো ঃ

১. দাগবিহীন চেকের টাকা চেকের প্রাপক সরাসরি ব্যাংকের কাউন্টার থেকে সংগ্রহ করতে পারে। পক্ষান্তরে দাগ কাটা চেকের মূল্য শুধুমাত্র ব্যাংকে কোন হিসাবে জমা দিয়ে সংগ্রহ করা যায়। সরাসরি টাকা উত্তোলন করা যায় না।

২. দাগবিহীন চেকে কোন প্রকার দাগ কাটা থাকে না। কিন্তু দাগ কাটা থেকে বাম দিকে উপরের অংশে আড়াআড়ি দুটি সামান্তরাল রেখা অংকন করে দেয়া হয়।

৩. দাগ বিহীন চেকের নিরাপত্তা কম। দাগ কাটা চেকের নিরাপত্তা অনেক বেশী।

৪. দাগ বিহীন চেককে যে কেউ দাগ কাটা চেকে রূপান্তর করতে পারে। কিন্তু দাগ কাটা চেককে শুধুমাত্র আদেষ্টা তার ব্যাংকের নমুনা স্বাক্ষর করে খোলা চেকে রূপান্তর করতে পারে।

৫. দাগবিহীন চেক হস্তান্তর করার জন্য জটিলতা নেই। পক্ষান্তরে দাগ কাটা চেক হস্তান্তরের জন্য নির্দিষ্ট নিয়ম অনুসরণ করতে হয়।

৬. প্রতারণা ও জালিয়াতির দাগবিহীন চেকে বেশী হয়। দাগকাটা চেক সহজে জালিয়াতি ও প্রতারণা করা যায় না।

৭. দাগ বিহীন চেকে মূল্য পরিশোধের দলিল অপেক্ষাকৃত কম পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু দাগ কাটা চেকে মূল্য পরিশোধ করলে তা বেশী প্রামাণ্য দলিল হয়।

বিশেষ ধরনের চেক সমূহ ঃ উপরে আলোচিত প্রধান তিন প্রকার চেক ব্যতিত আর কিছু চেকের প্রচলন পরিলক্ষিত হয়। নিম্নে বিশেষ ধরনের অন্যান্য চেকের বর্ণনা দেয়া হলো ঃ

১. পূর্ববর্তী তারিখের চেক ঃ পূর্ববর্তী তারিখের চেকের অর্থ হলো যেদিন চেক প্রস্তুত করা হলো তখন থেকে আরও কয়েদিন পূর্বের তারিখ চেকে লিখা হয়। যেমন চেক উপস্থাপন করা হলো ১লা জুলাই ২০০৩ অথচ উপস্থাপনের তারিখ হলো ২৫ শে জুলাই ২০০৩। এরূপ চেককে পূর্ববর্তী তারিখের চেক বলে। বাংলাদেশের প্রচলিত আইন অনুযায়ী চেকে উল্লেখিত তারিখ হতে পরবর্তী ছয়মাস বা ১৮০ দিন পর্যন্ত চেক Valid থাকে। এরপর আর উক্ত চেকের মাধ্যমে টাকা তোলা যাবে না। সেক্ষেত্রে তারিখ পরিবর্তন করে প্রস্তুতকারকের ব্যাংকের নমুনা স্বাক্ষরের মাধ্যমে আবার এ চেক দিয়ে ব্যাংক হতে টাকা উত্তোলন করা যায়।

২. পরবর্তী তারিখের চেক ঃ এ ধরনের চেকে চেক প্রস্তুতকারীর তারিখ হতে পরবর্তি আগামী কোন তারিখ উল্লেখ থাকে। এক্ষেত্রে উক্ত তারিখ না আসা পর্যন্ত ব্যাংক থেকে টাকা তুলা যাবে না। যেমন ধরুন আজ ১৬-৭-২০০৩ তারিখ। করিম কবিরকে আগামী ২৫-৮-২০০৩ তারিখের একটি বাহক বা হুকুম চেক প্রদান করল। এক্ষেত্রে আগামী ২৫শে আগস্ট ২০০৩ না আসা পর্যন্ত ব্যাংক থেকে টাকা তুলা বা চেক ভাঙ্গান যাবে না।

৩. বাতিল বা বাসি চেক ঃ একটি চেকের Validity চেকে উল্লেখিত তারিখ হতে পরবর্তী ছয়মাস পর্যন্ত। যদি উক্ত তারিখের মধ্যে চেক ব্যাংকে উপস্থাপন না করা হয় তবে তা বাতিল বা বাসি হয় যায়। এটাকে বাসি বা বাতিল চেক বলে।

৪. ভ্রমণকারী চেক ঃ বিভিন্ন স্থানে বা দেশে ভ্রমনের সময় নগদ টাকা না নিয়ে ব্যাংক থেকে অর্থ সাথে নেবার ব্যবস্থা হিসেবে যে চেক প্রদান করা হয় তাকে ভ্রমণকারীর চেক বলা হয়। ইস্যুকারী ব্যাংকের বিভিন্ন শাখা বা বিদেশে যে কোন শাখা ও প্রতিনিধির নিকট জমা দিয়ে উক্ত চেকের টাকা ভোগ করা যায়। এতে ভ্রমণের সময় নগদ টাকার বহনের ঝুঁকি থাকে না আর ভ্রমণের সময় প্রয়োজনীয় অর্থের ও অসুবিধা হয় না। দিন দিন ভ্রমণকারীর চেকের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

৫. অনুমোদন বা প্রত্যায়িত চেক ঃ যে চেক ব্যাংক থেকে টাকা তুলবে পূর্বে ব্যাংকের ব্যবস্থাপক বা উর্ধ্বতন করার অনুমোদন নিয়ে ব্যাংকে ভাঙ্গান হলে তাকে অনুমোদন বা প্রত্যায়িত চেক বলে। শুধুমাত্র বড় অংকের টাকার চেকেই এ ধরনের প্রচলন আছে।

৬. খোলা চেক ঃ কোন ধরনের চিহ্ন বা দাগ কাটা না থাকলে তাকে খোলা চেক বলে। এটা কম নিরাপদ। যেকোন পক্ষ খোলা চেককে দাগ কাটা চেকে রূপান্তর করতে পারে।

৭. ফাকা চেক ঃ যে চেকে কোন টাকার পরিমাণ উল্লেখ থাকে না তাকে ফাকা চেক বলে। এ ক্ষেত্রে প্রাপক তার ইচ্ছেমত টাকার অংক বসিয়ে নেয়। সাধারণতঃ বিশ্বাসী কাউকে এ ধরনের চেক দেয়া হয় এবং যে ক্ষেত্রে টাকার পরিমাণ জানা থাকে না বা প্রয়োজনীয়তা পূর্বে জানা যায় না সেক্ষেত্রে এ ধরনের চেক ব্যবহার করা হয়। তবে এক্ষেত্রে বাহককে কত পরিমাণ পর্যন্ত তুলবে তার একটা নির্দেশ দেয়া হয়ে থাকে।

৮. কার্ড বা মার্কেট চেক ঃ যে চেকের মাধ্যমে বাজারে অথবা কোন দোকানে টাকার পরিবর্তে চেকের মাধ্যমে দ্রব্য সামগ্রী ক্রয় করা যায় তাকে কার্ড বা মার্কেট চেক বলা হয়। তবে এ ধরনের চেকের মাধ্যমে শুধুমাত্র নির্দিষ্ট কিছু দোকান থেকে এ ধরনের সেবা গ্রহণ করা যায়। আমাদের দেশের কিছু কিছু বাণিজ্যিক ব্যাংক এ ধরনের চেক প্রদান করে থাকে। তাই আমাদের দেশে এ ধরনের চেকের ব্যবহার কম।

৯. হারান চেক ঃ ব্যাংক হতে টাকা তুলার পূর্বে চেক হারিয়ে ফেললে তাকে হারান চেক বলা হয়। হারান চেক হতে টাকা তোলা যায় না। যদি বাহক চেক হয় তবে প্রকৃত মালিক লিখিত নোটিশের মাধ্যমে এ ধরনের চেকের টাকা পরিশোধ বন্ধ রাখতে পারে।

১০. চুরি বা জালিয়াতির মাধ্যমে প্রাপ্ত চেক ঃ চেক চুরি বা জালিয়াতি করলে তাকে চুরি বা জালিয়াতি চেক বলা হয়। এক্ষেত্রে চেকের মালিক ব্যাংককে নোটিশ প্রদান করে চেকের টাকা প্রদান বন্ধ রাখতে পারে এবং চেকের চোর বা জালিয়াতকে ব্যাংক শাস্তির ব্যবস্থা করতে পারে।

১১. চিহ্নিত চেক ঃ যে সকল চেকের উপর কোন কিছু লিখে চিহ্ন দেবার মাধ্যমে কোন বিশেষ নির্দেশ থাকে। সেক্ষেত্রে এধরনের চেককে ব্যাংক অমর্যাদা করবে। তবে এ ধরনের চেকের প্রচলন উন্নত দেশে থাকলেও আমাদের দেশে এর ব্যবহার মোটেই নেই। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বাণিজ্যিক ব্যাংককে এ ধরনের চেকের প্রচলন আছে।

পাঠ-সংক্ষেপ

বাহক চেকের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো যে কেউ ব্যাংকে উপস্থাপন করলে ব্যাংক টাকা দিতে বাধ্য।

হুকুমকের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো শুধুমাত্র নির্দিষ্ট ব্যক্তি যার নাম লিখা আছে ব্যাংক শুধু তাকে বা তার কর্তৃক আদিষ্ট ব্যক্তি ব্যতিত অন্য কাউকে টাকা প্রদান করবে না।

দাগ কাটা চেক শুধু মাত্র ব্যাংকের কোন হিসাবে জমা দিয়ে টাকা সংগ্রহ করা যাবে।

বাহক চেকের নিরাপত্ত সবচেয়ে কম, পক্ষান্তরে দাগ কাটা চেকের নিরাপত্তা সবচেয়ে বেশী।

চেকের সবচেয়ে বড় সুবিধা হলো নিরাপত্তা। চেকে দাগ কাটার প্রধান সুবিধা বা উদ্দেশ্য হলো জালিয়াতি রোধ ও নিরাপত্তা বৃদ্ধি করা।

দাগ কাটা চেক দু ধরনের বিশেষ দাগ কাটা চেক সাধারণ দাগ কাটা চেক।

সাধারণ দাগ কাটা চেকের টাকা যেকোন ব্যাংকের যেকোন শাখার মাধ্যমে উঠান যায়। পক্ষান্তরে বিশেষ দাগ কাটা চেক শুধুমাত্র নির্ধারিত ব্যাংকের মাধ্যমেই ভাঙ্গাতে হয়।

বাহক বা হুকুম চেকে উপরিভাগ সমান্তরাল দুটি রেখা টেনে দিয়ে দাগ কাটা চেকে পরিণত করা যায়। আবার দাগ কাটা চেককে আদেষ্টার স্বাক্ষরের মাধ্যমে সাধারণ চেকে পরিণত করা যায়।

বিশেষ ধরনের চেক গুলো হলো ঃ বাসি চেক, ভ্রমণকারীর চেক, প্রত্যায়িত চেক, খোলা চেক, ফাকা চেক, কার্ড বা মার্কেট চেক, চিহ্নিত চেক প্রভৃতি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ঃ ৫.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন দিন--

১. চেক প্রধানতঃ কত প্রকার?

ক. ৩ প্রকার　　খ. চার প্রকার

গ. পাঁচ প্রকার　　ঘ. এক প্রকার

২. দাগ কাটা চেক কত প্রকার?

ক. ৩ প্রকার　　খ. ২ প্রকার

গ. ৪ প্রকার　　ঘ. ৬ প্রকার

৩. কোন চেকের নিরাপত্তা সব চেয়ে বেশী?

ক. বহক চেকের　　খ. হুকুম চেকের

গ. সাধারণ দাগ কাটা চেকের　　ঘ. বিশেষ দাগ কাটা চেকের

৪. একটি প্রস্তুতকৃত চেকের কোন পরিবর্তন করতে হলে কার স্বাক্ষর প্রয়োজন?

ক. আদেষ্টার　　খ. আদিষ্টর

গ. প্রাপকের　　ঘ. সকলের

৫. ফাকা চেক অর্থ হলোঃ

ক. চেকে টাকার অংক না থাকা　　খ. চেকে স্বাক্ষর না থাকা

গ. চেকে তারিখ না থাকা　　ঘ. চেকে কোন হিসাব নম্বর না রক্ষা

৬. কেবল মাত্র প্রাপকের হিসাবে প্রদেয় অর্থ হলো-

ক. হস্তান্তর করা যাবে না　　খ. যে কোন হিসাবে চেক জমা দেয়া যাবে

গ. নির্দিষ্ট হিসাবে জমা দিতে হবে　　ঘ. কোনটিই নয়।

৭. বিশেষ দাগ কাটা চেকে-

ক. নিরাপত্তা কম　　খ. নিরাপত্তা বেশী

গ. কোন নিরাপত্তা নেই　　ঘ. কোনটাই নয়।

চেকের প্রতারণা ও জালিয়াতি, চেকের হস্তান্তর এবং চেকের মর্যাদা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি-

- চেকের প্রতারণা ও জালিয়াতি সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- চেকের প্রতারণা ও জালিয়াতির বিরুদ্ধে ব্যাংকের করণীয় সম্পর্কে অবগত হতে পারবেন।
- চেকের হস্তান্তর ও হস্তান্তরের নিয়মাবলী জানতে পারবেন।
- চেক প্রত্যাখ্যান ও প্রত্যাখ্যানের কারণসমূহ জানতে পারবেন।

বিষয়বস্তু ঃ

চেকের প্রতারণা ও জালিয়াতি ঃ ইচ্ছাকৃত ভাবে চেকে কোন ভুল তথ্য প্রদান করে ব্যাংকে উপস্থাপন করে ব্যাংক থেকে টাকা তোলাকে চেকের প্রতারণা বা জালিয়াতি বলা হয়। অপরদিকে কোন প্রস্তুতকৃত চেকে অবৈধভাবে কোনরূপ পরিবর্তন করে অথবা আদেষ্টার স্বাক্ষর জাল করে ব্যাংকে চেক উপস্থাপনের মাধ্যমে টাকা তোলাকে জালিয়াতি বলে।

ব্যাংক গ্রাহকদের টাকা আমানত রাখে এবং গ্রাহকদের চাহিদামাত্র ব্যাংক প্রয়োজনীয় অর্থ দিতে বাধ্য থাকে। এর ফলে সমাজের কিছু লোভী, প্রতারক ও হীনচক্রান্তকারী লোকেরা চেকের জালিয়াতি ও প্রতারণা করার প্রয়াস গ্রহণ করে।

কোন জামানতাকারীর হিসাবে যে পরিমাণ টাকা আছে তা থেকে বেশী অংকের টাকা চেকে লিখা, ভুল হিসাব নম্বর লিখা, একই ব্যাংকের অন্য শাখার চেক উপস্থাপন করা, এক হিসাবের চেক অন্য হিসাবের জন্য জমা করা, যথাযথ হস্তান্তর ব্যাতিরিকে চেক জমা দেয়া প্রভৃতি পন্থা ইচ্ছাকৃত ভাবে অবলম্বন করে ব্যাংক থেকে টাকা উঠানোর চেষ্টা করাকে চেকের প্রতারণা বলা হয়।

অপর দিকে চেকের কোন ধরনের পরিবর্তন করা যেমন- স্বাক্ষর জাল করা, প্রাপকের নাম, টাকার পরিমাণ, চেকের তারিখ পরিবর্তন অনুমোদনের স্বাক্ষর জাল, হিসাব নম্বর পরিবর্তন ইত্যাদি কৌশল অবলম্বন করে ব্যাংক থেকে অর্থ উঠানোর জন্য চেক ইস্যু বা উপস্থাপন করা হলে তাকে জালিয়াতি বলা হয়।

অতএব কোন অবৈধ পন্থা অবলম্বন করার মাধ্যমে ব্যাংক থেকে যে কেউ টাকা উত্তোলনের ব্যবস্থা করলে তাকে চেকের প্রতারণা ও জালিয়াতি বলা হয়।

চেকের জালিয়াতি ও প্রতারণার বিপক্ষে ব্যাংকের শতর্কতা বা করণীয় সমূহ ঃ

জনসাধারণ ব্যাংকে টাকা জমা রাখে তাদের টাকার নিরাপত্তার জন্য। যাতে করে সময়মত প্রয়োজনীয় অর্থ যথাযথ ব্যবহার করতে পারে। কিন্তু প্রায়সতই ব্যাংকের টাকা জালিয়াতি ও প্রতারণার খরব পাওয়া যায়। যার ফলে আমানতকারীদের ব্যাংকের প্রতি আস্থা ব্যবহৃত হ্রাস পায়। এর ফলে আমানত বৃদ্ধি হয় এবং মূলধন গঠনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। তাই ব্যাংকের আমানত নিরাপদ রাখা এবং প্রতারণা ও জালিয়াতি বন্ধ করার জন্য ব্যাংক কতিপয় ব্যবস্থাগ্রহণ করে থাকে। ব্যাংক চেকের প্রতারণা ও জালিয়াতি বন্ধ করার জন্য যে সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকে নিম্নে বর্ণনা করা হলো ঃ

১. ব্যাংক ও শাখা ঃ কোন চেক ব্যাংকে উপস্থাপন করা হলে প্রথমেই দেখতে হবে উক্ত চেক তাদের ব্যাংকের ও শাখার কিনা।

২. স্বাক্ষর পরীক্ষা ঃ জমাকৃত চেকটি নির্দিষ্ট জায়গায় চেকের আদেষ্টার স্বাক্ষর আছে কিনা ও উক্ত স্বাক্ষর তার ব্যাংকে জমাকৃত নমুনা স্বাক্ষরের সাথে হুবহু মিল আছে কিনা।

৩. চেকের তারিখ ঃ চেকে তারিখ আছে কিনা তা পরীক্ষা করা। মেয়াদ উত্তীর্ণ চেক বা অগ্রিম চেকের টাকা পরিশোধ করা যাবে না। এমনকি চেকে তারিখ কাটা কাটি থাকলে আদেষ্টার নমুনা স্বাক্ষর না থাকলেও টাকা প্রদান করা যাবে না।

৪. চেকের পাতা সঠিক কি না ঃ ব্যাংক কোন আমানত কারীকে একটি নির্দিষ্ট চেক বই দেয় যেখানে নির্দিষ্ট ক্রমিক নম্বর থাকে। যা উক্ত গ্রহকের লেজার বইয়ে লিপিবদ্ধ করা থাকে। চেকের টাকা পরিশোধ করার পূর্বে দেখতে হবে যে উক্ত চেকের নম্বর তার নামে ইস্যুকৃত সিরিয়াল নম্বরের সাথে বা মধ্যে কিনা।

৫. অর্থের পরিমাণ ঃ চেকে উল্লেখিত টাকার পরিমাণ কথায় ও অংকে লিখা আছে কিনা এবং অংকে ও কথায় টাকার পরিমাণ একই কিনা তা পরীক্ষা করা।

৬. প্রাপকের স্বাক্ষর ঃ চেকের প্রস্তুতকারক ব্যাতিত অন্য কেউ ব্যাংকে উপস্থাপন করলে তার স্বাক্ষর অবশ্যই দিতে হবে।

৭. চেকের পরিবর্তন ঃ চেকে কোন ধরনের পরিবর্তন যেমনঃ তারিখ পরিবর্তন, টাকার অংক পরিবর্তন ইত্যাদি। এক্ষেত্রে আদেষ্টার ব্যাংকে রক্ষিত নমুনা স্বাক্ষর চেকে আছে কিনা তা পরীক্ষা করা।

৮. ছেড়া চেক ঃ চেক ছেড়া বা মুচড়ান আছে কিনা তা দেখা। ব্যাংকে উপস্থাপিত চেক যদি ছেড়া বা মুচড়ান হয় তবে ব্যাংক প্রত্যাখান করবে।

৯. চুরি করা চেক ঃ কোন চেক চুরি করা বা পথে পাওয়া হয়ে থাকলে ব্যাংক টাকা প্রদান করবে না।

১০. হিসাব নম্বর ঃ ব্যাংকে উপস্থাপিত চেকে যে হিসাব নম্বর আছে তা পরীক্ষা করে দেখতে হবে। এক হিসাব নম্বরের চেক অন্য হিসাব নম্বরে জমা দেয়া হয়ে ব্যাংক টাকা প্রদান করবে না।

১১. চেকের প্রকৃত মালিক পরীক্ষা বা যাচাই করা ঃ হুকুম চেক হলে চেকে উল্লেখিত ব্যক্তি এবং টাকা উত্তোলনকারী ব্যক্তি একই কিনা তা পরীক্ষা করে নিশ্চিত হবার পর টাকা প্রদান করা।

১২. আদালতের নিষেধাজ্ঞা ঃ কোন চেকের মূল্য পরিশোধের ক্ষেত্রে আদালতের কোনরূপ নিষেধাজ্ঞা থাকলে চেকের টাকা প্রদান করা যাবে না।

১৩. আদেষ্টার মৃত্যু বা দেউলিয়া হলে ঃ চেকের আদেষ্টার মৃত্যু বা দেউলিয়া ঘোষিত হলে উক্ত চেকের বিপরীতে টাকা প্রদান করা যাবে না।

১৪. আদেষ্টার নিষেধাজ্ঞা ঃ চেক দাতা ও প্রস্তুতকারক কোন কারণে কোন চেকের টাকা পরিশোধ করার উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে থাকলে উক্ত চেকের টাকা পরিশোধ করা যাবে না।

১৫. আদেষ্টা অপ্রকৃতিস্ত বা পাগল হলে ঃ চেকের আদেষ্টা মস্তিষ্ক বিকৃতি বা পাগল হলেও চেকের টাকা পরিশোধ করা যাবে না।

১৬. সন্দেহযুক্ত ঃ চেকের মূল্য পরিশোধ করার পূর্বে চেকে কোন প্রকার সন্দেহ আছে কিনা তা নিশ্চিত করার পরই শুধু টাকা পরিশোধ করবে। কোনরূপ সন্দেহ থাকলে চেকের টাকা পরিশোধ করা যায় না।

চেক হস্তান্তর ও হস্তান্তরের নিয়মাবলী

নিম্নে চেকের হস্তান্তর ও হস্তান্তরের নিয়মাবলী আলোচনা করা হলো ঃ

বাংলাদেশে প্রযোজ্য ১৮৮১ সালের হস্তান্তর যোগ্য আইনে চেক একটি হস্তান্তর যোগ্য দলিল। আর চেক হস্তান্তর অর্থ চেকের মালিকানা বা স্বত্ব হস্তান্তর করা বুঝায়। বৈধ পন্থায় একজন চেকের মালিক তার স্বত্ব অন্য কাউকে হস্তান্তর করাকে চেকের হস্তান্তর বলা হয়। চেক বিভিন্ন প্রকার হয়ে থাকে। তাই বিভিন্ন প্রকার চেকের হস্তান্তর পদ্ধতিও বিভিন্ন প্রকার। নিম্নে প্রধান প্রধান চেকের শ্রেণী বিভাগের হস্তান্তর বর্ণনা করা হলো।

১. বাহক চেক ঃ বাহক চেক শুধুমাত্র হস্তান্তরের মাধ্যমেই চেকের হস্তান্তর হয়ে যায়। কারণ বাহক চেক যে বহন করবে সেই তার মালিক হবে।

২. হুকুম চেক ঃ হুকুম চেক হস্তান্তরের জন্য চেকের মালিক বা আদেষ্টা চেকের অপর পৃষ্ঠায় স্বাক্ষর করে আইনগত ভাবে হস্তান্তর করা হয়।

৩. দাগকাটা চেক ঃ বাহক দাগ কাটা চেক শুধুমাত্র হস্তান্তরের মাধ্যমে মালিকানা হস্তান্তর হয়ে যায়। আর হুকুম চেক দাগ কাটা থাকলে অপর পৃষ্ঠায় প্রাপকের স্বাক্ষর করে হস্তান্তরের মাধ্যমে স্বত্ব হস্তান্তর হয়ে যায়। যেকোন দাগ কাটা চেকের জন্যই ব্যাংকের মাধ্যমে জমা দিয়ে ভাঙ্গাতে হয়।

চেক প্রত্যাখ্যান বা চেকের অমর্যাদাকরণ

চেকে কোন প্রকার ত্রুটি না থাকলে ব্যাংক চেকের টাকা দিতে বাধ্য। এটাকে চেকের মর্যাদা করণ বলা হয়। কিন্তু কিছু কিছু ক্ষেত্রে ব্যাংক চেকের টাকা দিতে অস্বীকার করে থাকে, এটাকেই চেকের অমর্যাদাকরণ বা চেকের প্রত্যাখান করা বলা হয়। একটি ব্যাংক তার কোন শাখাতে কোন গ্রাহক চেক উপস্থাপন করলে বিভিন্ন কারণে চেকের টাকা দিতে অস্বীকার করতে পারে। তবে কারণগুলো অবশ্যই আইন সঙ্গত হতে হবে। একটি চেকের যে সকল শর্ত উপস্থিত থাকলে চেকের টাকা ব্যাংক দিতে বাধ্য সে শর্তগুলো থাকার পরও চেকের টাকা প্রদান না করলে তা বেআইনী হবে এবং ব্যাংক তার জন্য আইনত দায়ী হবে। তাই বৈধ কোন কারণে ব্যাংক তার গ্রাহকের কোন চেকের টাকা প্রদানে অস্বীকার করাকে চেকের প্রত্যাখান বা অমর্যাদা করণ বলা হয়।

চেকের অমর্যাদাকরণ বা প্রত্যাখ্যান করণের কারণ সমূহ ঃ ব্যাংক সে সকল করলে চেক প্রত্যাখান বা অমর্যাদা করতে পারে তার প্রধান প্রধান কারণগুলো নিম্নরূপ ঃ

১. আদেষ্টার পর্যাপ্ত অর্থ ব্যাংকে জমা না থাকলে।
২. চেক প্রস্তুতকারকের স্বাক্ষর না থাকলে অথবা স্বাক্ষর থাকলে তা ব্যাংকে রক্ষিত নমুনা স্বাক্ষরের সাথে হুবহু না মিললে।
৩. হিসাব নম্বর না থাকলে বা হিসাব নম্বর ভুল থাকলে।
৪. তারিখ না থাকলে বা তারিখ যদি ছয় মাসের বেশী বা অগ্রীম তারিখ হলে চেকের টাকা প্রদান করা হবে না।
৫. চেকের টাকার পরিমাণ উল্লেখ না থাকলে বা কথায় ও অংকে টাকার পরিমাণে গড়মিল থাকলে।
৬. অন্য ব্যাংকের চেক হলে বা একই ব্যাংকের অন্য শাখার চেক হলে।
৭. হুকুম চেকে ব্যক্তির নাম উল্লেখ না থাকলে বা যে নাম উল্লেখ আছে তার সাথে চেক উপস্থাপক ব্যক্তি না হলে।
৮. চেকে কোন প্রকার কাটাকাটি হলে সেক্ষেত্রে চেক প্রস্তুতকারীর স্বাক্ষর না থাকলে।
৯. চেকে ওভার রাইটিং থাকলে।
১০. চেকের আদেষ্টার মৃত্যু হলে, দেউলিয়া বা মস্তিষ্ক বিকৃতি বা পাগল হলে।
১১. আদেষ্টার নিষেধাজ্ঞা থাকলে।
১২. কোর্টের নিষেধাজ্ঞা থাকলে।
১৩. চেক দাতার হিসাব কোন কারণে বন্ধ থাকলে।
১৪. নিরক্ষর গ্রাহক নিজে উপস্থিত না হলে।
১৫. দাগ কাটা চেক কাউন্টার থেকে ভাঙ্গাতে গেলে।
১৬. চেক ছেড়া বা অস্পষ্ট হলে।
১৭. চেক দাতার অফিসিয়াল সিল না থাকলে।
১৮. চেকের জালিয়াতি বা প্রতারণা থাকলে।
১৯. ব্যাংকিং সময়ের পূর্বে বা পরে চেক জমা দিলে।

পাঠ-সংক্ষেপ

চেকের প্রতারণা বলতে চেকে কোন ভুল তথ্য প্রদান করার মাধ্যমে ব্যাংকে ঠকিয়ে লাভবান হবার হিন প্রত্যাশা। অপর দিকে জালিয়াতি বলতে চেকের কোন ধরনের অবৈধ ভাবে পরিবর্তন করা বা স্বাক্ষর জাল করে টাকা উত্তোলন করা।

ব্যাংক চেকের জালিয়াতি ও প্রতারণার বিরুদ্ধে গৃহীত ব্যবস্থাবলীর মধ্যে রয়েছে ব্যাংক ও শাখা পরীক্ষা করা, স্বাক্ষর পরীক্ষা করা, তারিখ দেখা, প্রাপকের স্বাক্ষর নেয়া, চেকে কোন পরিবর্তন করা হলে তাতে প্রস্তুতকারীর স্বাক্ষর আছে কিনা দেখা, চেকের পাতা সঠিক কিনা তা দেখা, চেকের প্রকৃত মালিক পরীক্ষা করা, হিসাব নম্বর পরীক্ষা করা, টাকার পরিমাণ পরীক্ষা করা, কোন Overwriting আছে কিনা দেখা, আদেষ্টা পাগল, দেউলিয়া ঘোষিত বা মৃত বরণ করেছে কিনা তা দেখা।

চেকে কোন ত্রুটি না থাকলে চেক ব্যাংকে উপস্থাপন করলে ব্যাংক টাকা দিতে বাধ্য। এটাকেই চেকের মর্যাদা করন বলে। কিন্তু অনেক কারণে চেকের অমর্যাদা করা হয়ে থাকে। যথাঃ হিসাব নম্বর না থাকলে, আদেষ্টার স্বাক্ষর না থাকলে, বাসি চেক হলে, ছেড়া চেক হলে, তারিখ না থাকলে, কথায় ও অংকে টাকার পরিমাণ এক না হলে। হুকুম চেকে প্রাপকের নাম না থাকলে, নিষেধাজ্ঞা থাকলে, আদেষ্টা পাগল দেউলিয়া বা মৃত্যুবরণ করলে, দাগ কাটা চেক কোন হিসাবে জমা না দিলে চেক দাতার অফিসিয়াল সিল না থাকলে, জালিয়াতি প্রতারণা থাকলে, হিসাব বন্ধ থাকলে, চেকে কোন প্রকার কাটা কাটি থাকলে সেক্ষেত্রে, আদেষ্টার স্বাক্ষর না থাকলে, ব্যাংকিং সময়ের মধ্যে না হলে, অভার রাইটিং থাকলে, অন্য ব্যাংক বা একই ব্যাংকের অন্য শাখার চেক হলে, চেকে উল্লেখিত টাকা জমা না থাকলে ইত্যাদি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ঃ ৫.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন দিন--

১. একটি চেক যে তারিখে প্রস্তুত করা হয় তা থেকে কত দিন পর্যন্ত টাকা তুলা যায়?

ক. ১০০ দিন　　খ. ১৬০ দিন

গ. ১৮০ দিন　　ঘ. ১০০ দিন

২. কোন চেক সহজে হস্তান্তর করা যায়?

ক. বাহক চেক　　খ. হুকুম চেক

গ. কোনটাই না　　ঘ. সব গুলোই

৩. বিশেষ দাগ কাটা চেক হস্তান্তরের জন্য কি করতে হবে?

ক. শুধুমাত্র হস্তান্তরের মাধ্যমে　　খ. পিছনে স্বাক্ষর দিয়ে

গ. ব্যাংকে নোটিশের মাধ্যমে　　ঘ. কোন কিছু না করে

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ঃ ৫.১

১.খ　২. ক　　৩. ক

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ঃ ৫.২

১.ক　২. খ　৩.ঘ　৪.ক　৫.ক　৬.গ　৭.খ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ঃ ৫.৩

১.গ　২.ক　৩.খ

রচনামূলক প্রশ্নাবলী

১. চেকের সংজ্ঞা দিন।

২. একটি বৈধ চেকের শর্ত সমূহ বর্ণনা করুন।

৩. চেক ব্যবহারের ফলে আপনি কি সুবিধা পাবেন?

৪. চেকের পক্ষগুলো আলোচনা করুন।

৫. আপনি কি ভাবে একটি চেক প্রস্তুত করবেন?

৬. চেক কত প্রকার ও কি কি?

৭. বাহক চেক কাকে বলে? বাহক চেকের বৈশিষ্ট্যগুলো কি কি?

৮. বাহক চেকের সুবিধা অসুবিধা আলোচনা করুন?

৯. হুকুম চেক কাকে বলে? হুকুম চেকের বৈশিষ্ট্যগুলো কি কি?

১০. হুকুম চেকের সুবিধা ও অসুবিধা গুলো বর্ণনা করুন।

১১. বাহক চেকও হুকুম চেকের মধ্যে পার্থক্য করুন।

১২. দাগ কাটা চেক কত প্রকার ও কি কি?

১৩. দাগ কাটা চেক ও দাগ বিহীন চেকের মধ্যে পার্থক্য করুন।

১৪. চেকে বিভিন্ন দাগ কাটার তাৎপর্য বর্ণনা করুন।

১৫. সাধারণ দাগ কাটাও বিশেষ দাগ কাটা চেকের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করুন।

১৬. বিশেষ ধরনের চেক গুলো বর্ণনা করুন।

১৭. চেকের প্রতারণা ও জালিয়াতি বলতে কি বুঝেন?

১৮. চেকের প্রতারণা ও জালিয়াতির বিরুদ্ধে ব্যাংক কি ধরনের ব্যবস্থা নিয়ে থাকে।

১৯. চেকের অমর্যাদা বলতে কি বোঝেন?

২০. কি কি কারণে ব্যাংক চেকের অমর্যাদা বা প্রত্যাখ্যান করতে পারেন?

২১. বিভিন্ন প্রকার চেকের হস্তান্তর পদ্ধতি বর্ণনা করুন।